তারিখ ... 03 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... ৬ ...

সমকাল

প্রতারণার জালে বন্দি বিদেশে শিক্ষার স্বপ্ন

■ জিলফুল মুরাদ

ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করছে কিছু পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (কনসালট্যান্সি এজেন্সি) ও ব্যক্তি। সেই জালে আটকা পড়ে স্বপ্ন আর টাকা উভয় খোয়াচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করতে পারে। তবে প্রতারিতরা কখনও অভিযোগ করেননি। কোনো এজেন্সি প্রতারণা করলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের তাদের সমস্যার কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জনানোর আহ্বান জানান তিনি।

জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপ-কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) এস এম জাহাঙ্গীর সরকার সমকালকে বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

অনুসন্ধান

কনসলিট্যান্সি এজেন্সি তদারকির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তারা শুধু ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে

প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা : চীনে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন পাবনার ছেলে আশনিফ হোসাইন অর্ণব। চীনের শ্যানডং বিশ্ববিদ্যায়ে পড়ার জন্য যোগাযোগ করেন রাজধানীর ফার্মগেটে অবজার্ভ কনসালট্যান্সি সেন্টারে। ভর্তিকাজের জন্য মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের সনদপত্র, প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র, পাসপোর্ট এবং জন্মসনদ ও প্রাথমিক খরচ বাবদ প্রতিষ্ঠানটি তাঁর কাছ থেকে ৪২ হাজার টাকা নেয় গত বছর নভেম্বরে। এরপর শুরু হয় টালবাহানা। চলতি বছর মার্চ মাসের ১৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শেষ হয়। এখনও ভিসা বা ভর্তির কাগজ দিতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন অর্ণব। জমা নেওয়া সব কাগজ আটকে দেয় তারা। ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য 'অনেক খরচ' হয়েছে এমন অজুহাত দেখিয়ে আরও এক লাখ ৪০ হাজার টাকা দাবি করে প্রতিষ্ঠানটি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সনদপত্র 'হারিয়ে গেছে' এই মর্মে থানায় সাধারণ ডায়েরি করে শিক্ষা বোর্ড থেকে নতুন করে সনদপত্র উঠিয়ে নেয় অর্ণবের পরিবার।

ভাগ্যক্রমে অর্ণবের বন্ধু নাফি নির্ঝর চীনে যেতে পারেন। সেখানে গিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাকে। যাওয়ার জন্য এই এজেন্সিকে দুই লাখ ২২ হাজার টাকা দিতে হয়েছে নির্ঝরকে। শ্যানডং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কথা বলে সিয়াস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভর্সিটিতে ছয় মাসের ভাষা শিক্ষা কোর্সে পাঠানো হয় তাকে। নির্ঝর চীনের হেনান প্রদেশে থাকেন। গত ২১ মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার খোঁজ-খবর জানতে চাইলে এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, চীনে যাওয়ার পর থেকে প্রায় এক মাস তিন বেলা শুধু নুডলস খেয়ে পার করেছেন। অথচ অবজার্ভ কর্তৃপক্ষ বলেছিল সেখানে থাকা-খাওয়ার কোনো সমস্যা হবে না।

অভিযোগ সম্পর্কে অবজার্ভ কনসালট্যান্সির চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান বলেন, কেউ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিদেশে পড়তে যেতে না চাইলে তার দায় প্রতিষ্ঠান নেবে না। দেশের বাইরে গিয়ে নতুন পরিবেশে প্রথমে সবারই কষ্ট হয়। এ সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী নয়।

জার্মানিতে যাওয়ার আশায় বিভিন্ন সময় ৪২ শিক্ষার্থী শরণাপন্ন হন ধানমণ্ডির ভিসা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের কাছে। জনপ্রতি প্রতিষ্ঠানটি ৭০ হাজার টাকা থেকে এক লাখেরও বেশি টাকা নেয়। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

প্রতারণার জালে বন্দি বিদেশে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

যখন টাকা ও কাগজপত্র নেওয়া হয় তখন জার্মানিতে আইইএলটিএস বাধ্যতামূলক ছিল না বলে জানায় প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু টাকা জমা নেওয়ার কিছু দিন পর জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে আইইএলটিএস বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে জানানো হয়। ফলে এই ৪২ শিক্ষার্থী জার্মান দূতাবাস পর্যন্ত যেতে পারেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এজেন্সির আন্তর্জাতিকবিষয়ক পরামর্শক মোহাম্মদ ইমন সমকালকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা চাইলে অন্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। নির্ধারিত হারে খরচের টাকা নিয়ে অনেককেই অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে। অন্যদেরও দেওয়া হবে।'

চীনে একই সমস্যায় পড়েছেন এলিফ্যান্ট রোডের সান ইয়ান এজেন্সির

ও ছাত্রছাত্রী

জাবেদ হোসেন ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এখানে প্রায় ৩০০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪ জন শিক্ষক,এবং অফিস সংযুক্ত কর্মচারী রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীরা। ইউনিভার্সিটির ৪ জন শিক্ষক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন এবং ৪ জন শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে যদি প্রয়োগ করবেন। বিজ্ঞাপন ড-১০/৫, ধানমণ্ডি। ফোন : ৮১১১৮৮৮.
ন করতে হবে প্রায় ৮টি বিষয়। একটি শেষ হওয়ার পর একটি বিষয়। এরপর একটি ভাষা শিক্ষার কোর্সে বিষয় ১৪টি, অন্যদিকে ভর্তি ২০টি। এটি অতিরিক্ত নিয়ম যে কারণে শিক্ষার্থী যাতে পাড়ে। যে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি আগেভাগেই হতে পারে, অর্জন করতে ন একটিমাত্র বছরে ১টি করে বিষয় পাশ করলে যা পাশ করতে সময় লাগবে সাড়ে ৩ বছর। তিন ১৩টি বছর। এই অতিরিক্ত খরচ এবং ৪টি করে ভাড়াই বছরে পাশ করা যায়। কীভাবে কোনো শিক্ষার্থীকে বাড়তে ১টি বিষয় টেনে ধরে পাশ করানো হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এজেন্সির অন্তর্জাতিকবিষয়ক পরামর্শক মোহাম্মদ ইমন সমকালকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা চাইলে অন্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। নির্ধারিত হারে খরচের টাকা নিয়ে অনেককেই অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে। অন্যদেরও দেওয়া হবে।'